সংবাদ

তারিখ ..01 MAR 2017......
পৃষ্ঠা ...১৮.. কলাম....৮......

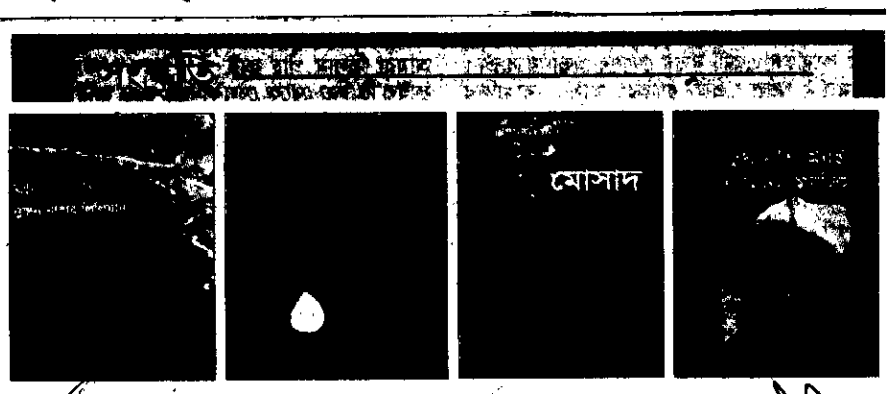

শেষ হলো প্রাণের মেলা বইমেলা

এবার ৬৫ কোটি ৪০ লাখ টাকার বই বিক্রি

হাসনাত শাহীন

একুশের অবিনাশী ঐতিহাসিক হৃদয় স্পর্শী একুশে চেতনায় অনিন্দ্য আগামীর প্রত্যাশায় প্রতিবছরই শুরু হয় 'অমর একুশে গ্রন্থমেলা'। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তবে এবারের মেলা শুরুর আগে প্রস্তুতি নিয়ে ছিল নানা সময় নানা বিষয়ে নিয়ে আলোচনা। মেলাকে সফল করা নিয়ে নানান প্রস্তুতির পাশাপাশি ছিল মেলার নিরাপত্তা নিয়ে কতকথা- অলোচনা। সমস্ত কথকথা আর প্রস্তুতি নিয়ে ঢাক-ঢোল বাজানো মেলার আয়োজক প্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমি'র আয়োজনে প্রথা অনুযায়ী বিগত ১ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয় বাঙালির প্রাণের মেলা 'অমর একুশে গ্রন্থমেলা'র। মেলার শুরুর অনেক আগে থেকে প্রস্তুতি নিয়েও শেষ পর্যন্ত অনেক অগোছালোভাবে শুরু হওয়া এবারের মেলায় প্রথম দিন থেকেই ছিল বইপ্রেমীদের উপচেপড়া ভিড়, সে সঙ্গে ছিল জম্পেশ বিক্রি। ব্যাপক উৎসাহ আর উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে শুরু হওয়া এবারের মেলার গতকাল ছিল শেষ দিন। এ দিন অগণিত বইপ্রেমীদের ব্যথিত করে এবং প্রকাশকদের মাঝে বিদায়ের সুর তুলে দিয়ে বিশ্বের বুকে বিরল এক মাসের এ 'অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৭' শেষ হলো। শেষ দিনেও বইয়ের প্রতি পাঠক এবং ক্রেতাদের আগ্রহ গ্রন্থমেলাকে পরিণত করেছে গ্রন্থ উৎসবে। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা প্রাণবন্ত উপস্থিতিতে আলোকিত হয়ে উঠেছিল এবারের গ্রন্থমেলা। দর্শনার্থী এবং বইপ্রেমীদের জোয়ারের পাশাপাশি উপচে পড়েছিল আনন্দ, বেদনা, আবেগ, অনুভূতি সবকিছুই। শেষ দিনের মেলা শেষ হওয়ার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত মেলার সর্বত্র ছিল লোকে লোকারণ্য। তাদের মেলা প্রাঙ্গণে বিচরণ আর বই কেনা দেখে বারবার মনে হচ্ছিল দীর্ঘ মাসের এ মেল্যাতেও সাধ মেটেনি বইপ্রেমীদের। প্রায় প্রাণের : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৪

প্রাণের : মেলা

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

সকলের মাঝেই ছিল আক্ষেপ-ইশ্ ! আরও কিছুদিন যদি বইমেলা চলতো ! আর, এমন আক্ষেপের মধ্য দিয়ে গতকাল রাত সাড়ে আটটায় স্টলগুলোর আলো নিভিয়ে দেয়ার মধ্য দিয়ে শেষ হলো বিক্রি হিসেবে ইতিহাসের সবচেয়ে সফল মেলা। সেই সাথে শুরু হলো আবারও এগারো মাসের দীর্ঘ অপেক্ষা।

বিগত কয়েক বছরের ধারাবাহিকতায় বাংলা একাডেমি ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অনুষ্ঠিত এবারের মেলার আলো নিভে যাওয়ার আগ পর্যন্ত ছিল বইপ্রেমীদের ভিড়। আলো নেভার পরপরই গুণগুণিয়ে উঠে মেলার দুই প্রাঙ্গণে। অবশেষে শেষ হয়েই গেল, বাঙালির প্রাণের মেলা- বইমেলা। তার সঙ্গে আবারও দীর্ঘ এগারো মাসের অপেক্ষা শুরু হওয়ার গতকাল মেলার শেষ দিনে শেষ মুহূর্তের ভালোলাগা আর আনন্দের নির্যাস নিতে ভোলেননি কেউই। বইপ্রেমীরা কিনে নিয়েছেন বাকির খাতায় জমে থাকা তাদের বাছাই করে রাখা শেষ বইগুলো। আর দর্শনার্থীরা অনান্য দিনের মতোই শেষ দিনেও আড্ডা আর ঘোরাঘুরি করে কাটিয়েছেন সময়। সবমিলিয়েই লেখক-পাঠক-প্রকাশক আর দর্শনার্থীর সরব উপস্থিতিতে মুখরিত ছিল এবারের প্রাণের মেলাও।

বিগত কয়েক বছরের মতো এবার মেলার শুরুর সময় থেকে দেশের রাজনৈতিক উত্তেজনা-হরতাল অবরোধের মতো ঘটনা না থাকাই শুরু থেকেই মেলা ছিল অনেক প্রাণবন্ত। দেশের স্বাভাবিক পরিস্থিতে শুরু হওয়া এবারের মেলায় অংশ নেয়া বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থাগুলোর স্বত্বাধিকারীরাও বলেছিলেন- দেশের স্বাভাবিক পরিস্থিতি থাকাই এবারের মেলাটা অন্যরকম হবে। মেলায় বিক্রি যেমন হবে তেমনই দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ আসবে। তাদের আগমনের সঙ্গে মেলায় আগত লেখক-প্রকাশক আর পাঠক ও বইপ্রেমীদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি মেলাকে যেমন প্রাণবন্ত করবে তেমনই মেলা হবে সফল। তারই প্রমাণ-গত ২৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত স্টল মালিকদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য এবং আজকের সম্ভাব্য বিক্রি যুক্ত করে বাংলা একাডেমি'র তথ্য। তাদের তথ্যমতে এবার মেলায় মোট ৬৫ কোটি ৪০ লাখ টাকার বই বিক্রি হয়েছে। এর মধ্যে ২৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাংলা একাডেমি মোট ১ কোটি ৫৪ লাখ ৫৪ হাজার ৩০৬ টাকার বই বিক্রি করেছে। ২০১৬ সালের তুলনায় এই বিক্রি ২২ লাখ টাকা বেশি। সুতরাং আজকের বিক্রিসহ বাংলা একাডেমির মোট বিক্রি নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করবে। এর আগে ২০১৬ সালে ৪২ কোটি ৫০ লাখ টাকা, ২০১৫ সালে ২১ কোটি ৯৫ লাখ এবং ২০১৪ সালে ১৬ কোটি টাকার বই বিক্রি হয়েছিল।

সমাপনী আয়োজনে মেলা পরিচালনা কমিটির সদস্য-সচিবের বক্তব্যে ড. জালাল আহমেদ বলেন, এবারের মেলায় একাডেমি ও উদ্যান মিলে রেকর্ডসংখ্যক অর্থাৎ ৪১১টি প্রতিষ্ঠানকে ৬৬৭ ইউনিট স্টল বরাদ্দ দেয়া হয়। ১৩টি প্রতিষ্ঠানকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে প্যাভিলিয়ন বরাদ্দ দেয়া হয়। বাংলা একাডেমির দুটি প্যাভিলিয়ন ছিল। এবারের মেলায় মেলার নীতিমালা ও নিয়মাবলি লঙ্ঘন করায়, টাস্কফোর্সের সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯টি প্রতিষ্ঠানকে চিঠি দেয়া হয়েছে। এসবের মধ্যে ১০টির বিরুদ্ধে বিদেশি বই বিক্রি এবং ৯টির বিরুদ্ধে নীতিমালার ১৩.১৩ ও ১৩.১৪ ধারা লঙ্ঘনের অভিযোগ টাস্কফোর্সের পক্ষ থেকে করা হয়েছে।

নিজের বক্তব্যে এবারের মেলার সীমাবদ্ধতার কথা স্বীকার করে তিনি বলেন, সামনের দিনগুলোতে আরও সুন্দর মেলা করতে চাই বলে আমরা এবারের সীমাবদ্ধতাগুলো চিহ্নিত করতে চাই। এর মধ্যে রয়েছে মূল প্রবেশ পথে পরিকল্পনা অনুযায়ী দৃষ্টিনন্দন গেইট নির্মাণ করা যায়নি, মেলা শুরুর পর এলইডি মনিটর স্থাপিত হয়েছে, ইচ্ছামাফিক প্রত্যেক চত্বরে স্টল নম্বরযুক্ত ইলেকট্রিক বোর্ড লাগাতে না পারা, পূর্বদিকের শৌচাগারটি উন্নত হয়নি, মোড়ক উন্মোচনের মঞ্চটি আরও বড় হলে ভালো হতো এবং পর্যাপ্ত বসার ব্যবস্থা ছিল না। মেলার মূল্যায়ণ সভায় এসব দিক নিয়ে বিশদ আলোচনা হবে।

এবার মেলায় নতুন বই এসেছে ৩ হাজার ৬৪৬টি। গত বছরের চাইতে এবার ২০২টি বই বেশি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিবছর কবিতার বই বেশি প্রকাশিত হয়। এবারও তার ব্যকিক্রম ঘটেনি। এবার কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে ১ হাজর ১২২টি। গত বছর কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছিল ৯৩৯টি। এছাড়া এ বছর উপন্যাস ৫৭৬টি, গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে ৫২০টি, প্রবন্ধ ১৬৮টি, শিশুতোষ ১১৮টি, ছড়াগ্রন্থ ১১৭টি, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বই ৯৭টি, গবেষণা ৮৭টি, জীবনী গ্রন্থ ৭১টি, ভ্রমণ ৬৯টি, ইতিহাস গ্রন্থ ৪১টি, বিজ্ঞান বিষয়ক ৩৮টি, সায়েন্স ফিকশন ও গোয়েন্দা গ্রন্থ ৩৪টি, চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক গ্রন্থ ২৮টি, অনুবাদ গ্রন্থ ১৮টি, নাটক ১৭টি, রাজনীতি বিষয়ক ১৭টি, রম্য/ধাঁধা ১৭টি, ধর্মীয় গ্রন্থ ১০টি, রচনাবলি এসেছে ৭টি, কম্পিউটার বিষয়ক ৬টি, অভিধান ২টি। আর বিবিধ বিষয়ে বই রয়েছে ৪৬৬টি। গত বছর নতুন বই এসেছিল ৩ হাজার ৪৪৪টি।

এ বিষয়ে জালাল আহমেদ বলেন, এবারের মেলায় প্রকাশিত বইগুলোর মধ্যে ৮৫৮টি বই মানসম্পন্ন। এটি নিঃসন্দেহে আশার কথা। এক বছরের গ্রন্থমেলাকে কেন্দ্র করে ৮৫৮টি মানসম্পন্ন বইয়ের প্রকাশ সহজ কথা নয়।

পুরস্কার প্রদান : সমাপনী অনুষ্ঠানে গুণীজন স্মৃতি পুরস্কার তুলে দেয়া হয়। এ বছর বিভিন্ন গুণীজনের নামে পুরস্কার ঘোষণা করেছে মেলার আয়োজক প্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমি। ২০১৬ সালে প্রকাশিত বিষয় ও গুণমানসম্মত সর্বাধিক সংখ্যক গ্রন্থ প্রকাশের জন্য জার্নিম্যান বুকস্‌কে চিত্তরঞ্জন সাহা স্মৃতি পুরস্কার-২০১৭, ২০১৬ সালে প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে গুণমান ও শৈল্পিক বিচারে সেরা গ্রন্থের জন্য রফিকুন নবীর 'দেশসেরা জগৎসেরা শিল্পীকথা' গ্রন্থের জন্য প্রথমা প্রকাশন, পাভেল রহমানের 'সাংবাদিকতা আমার ক্যামেরায়' গ্রন্থের জন্য মাওলা ব্রাদার্স, রণজিত কুমার মণ্ডলের 'আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়' গ্রন্থের জন্য পুথিনিলয়কে মুনীর চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার ২০১৭, ২০১৬ সালে প্রকাশিত শিশুতোষ গ্রন্থের মধ্য থেকে গুণমান বিচারে সর্বাধিক গ্রন্থ প্রকাশের জন্য চন্দ্রাবতী একাডেমিকে রোকনুজ্জামান খান দাদাভাই স্মৃতি পুরস্কার-২০১৭ এবং ২০১৭ সালের অমর একুশে গ্রন্থমেলায় অংশগ্রহণকারী প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে থেকে নান্দনিক অঙ্গসজ্জায় সেরা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাতিঘর, সংবেদ ও পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স লিমিটেডকে শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার ২০১৭ প্রদান করা হয়েছে।

মেলার নতুন বই ও মোড়ক উন্মোচন গতকাল মেলার শেষ দিনে নতুন বই এসেছে ১৮০টি। এর মধ্যে গল্প-৪২, উপন্যাস-৩০, প্রবন্ধ-১০, কবিতা-৬৪, গবেষণা-১০, ছড়া-৬, শিশুসাহিত্য-২, জীবনী-২, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক-১, বিজ্ঞান বিষয়ক-২, ভ্রমণ বিষয়ক-৩, ইতিহাস বিষয়ক-২, রম্য/ধাঁধা বিষয়ক-২, ধর্মীয় গ্রন্থ-১ এবং অন্যান্য বিষয়ে আরও ৩টি নতুন বই এসেছে। এছাড়াও মেলার মোড়ক উন্মোচন মঞ্চে গতকাল ৩৪টি নতুন বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করা হয়েছে।

মেলার কিছু নতুন বই : বলাকা প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়েছে মাহমুদ নজরুলের 'চাহিদার স্বপ্ন সুখ' ও 'বাতাসে কষ্টের ঘ্রান', শিখা প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়েছে নুরুন নাহার লিলিয়ানের জাপান প্রবাসকালীন সময়ে লেখা বই 'অরোরা টাউন', নালন্দা থেকে প্রকাশিত হয়েছে আনোয়ার হোসেইন মঞ্জুর অনুবাদ গ্রন্থ খুশবন্ত সিং-এর আত্মজীবনী 'ট্রুথ লাভ অ্যান্ড এ লিটল ম্যালিস' এবং আবিষ্কার প্রকাশনা সংস্থা থেকে প্রকাশিত হয়েছে কায়কোবাদ মিলনের অনুবাদ গ্রন্থ 'মোসাদ' ; বইটির মূল লেখক : 'মিশায়েল বার-জোহার, নিসিম মিশাল'।

মেলামঞ্চের গতকালের আয়োজন

গতকাল গ্রন্থমেলার মূল মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয় 'বহুত্ববাদী সমাজ ও ফোকলোর' শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠান। প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন শাহিদা খাতুন। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সৈয়দ জামিল আহমেদ, শফিকুর রহমান চৌধুরী এবং ড. মো. বেলাল হোসেন। সভাপতিত্ব করেন ড. ফিরোজ মাহমুদ। সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন শিল্পী শাহীন সামাদ, রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা, সাদী মহম্মদ, ইফফাত আরা নার্গিস এবং মহাদেব ঘোষ।

এ আলোচনা অনুষ্ঠান শেষে সন্ধ্যায় গ্রন্থমেলার মূল মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয় বাংলা একাডেমি আয়োজিত অমর একুশে গ্রন্থমেলার ২০১৭-এর সমাপনী অনুষ্ঠান। এতে মেলার প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন সদস্য-সচিব ড. জালাল আহমেদ। প্রধান অতিথি ছিলেন সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর। বিশেষ অতিথি ছিলেন ভারপ্রাপ্ত সংস্কৃতি সচিব মো. ইব্রাহীম হোসেন খান। ইমেরিটাস অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে স্বাগত বক্তব্য রাখেন একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান। এতে কবি শামীম আজাদ ও লেখক অনুবাদক নাজমুন নেসা পিয়ারিকে বাংলা একাডেমি পরিচালিত সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ পুরস্কার ২০১৬ প্রদান করা হয়।